ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১১৮ ● কলকাতা ● ১৯ বৈশাখ, ১৪৩২ ● শনিবার ● ০৩ মে ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

মাধ্যমিকে প্রথম হওয়া অদৃত সরকার ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

তীব্র উৎকণ্ঠার মধ্যে প্রকাশিত হলো মাধ্যমিকের ফল। পাশের হার ৯৬. ৪৬শতাংশ। এবার প্রথম হয়েছে অদৃত

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

মাধ্যমিকে উত্তীর্ন পড়ুয়াদের শুভেচ্ছে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

সমস্ত উদ্বেগের অবসান ঘটিয়ে শুক্রবার মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলো। উত্তীর্ণ সকল ছাত্রছাত্রীকে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রত্যেকের সাফল্য কামনা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এক্স পোস্টে উত্তীর্ণদের শুভেচ্ছা জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। এবছর গত ১০ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছিল মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ হয় গত ২২ ফেব্রুয়ারি। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল এবার ৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮৯৪, যা গত বছরের তুলনায় ৬২ হাজারেরও বেশি। রাজ্যের মোট ২ হাজার ৬৮৩টি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা

এরপর ৩ পাতায়

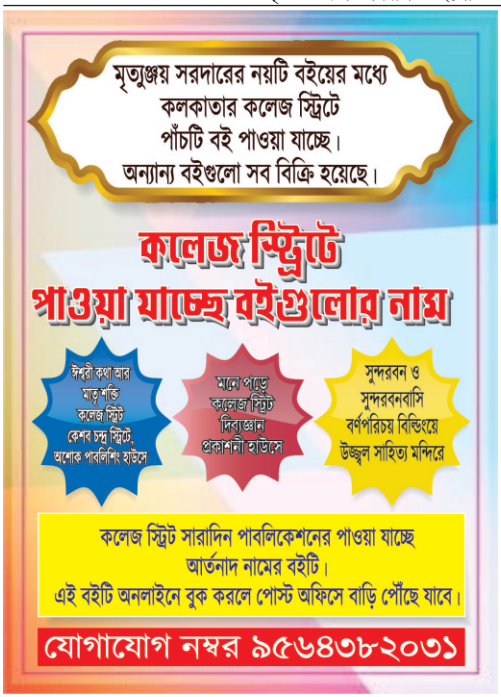

৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া আর্থিক বছরে ৩৫,৫৭৭ কোটি টাকার নিউ বিজনেস প্রিমিয়াম তুলেছে এসবিআই লাইফ ইনশিওরেন্স

নয়াদিল্লি, এপ্রিল ২০২৫

দেশের অন্যতম অগ্রগণ্য জীবন বিমাকারী, এসবিআই লাইফ ইনশিওরেন্স, ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া আর্থিক বছরে ৩৫,৫৭৭ কোটি টাকার নিউ বিজনেস প্রিমিয়াম তুলেছে। ৩১শে মার্চ, ২০২৪ তারিখে এর পরিমাণ ছিল ৩৮,২৩৮ কোটি টাকা। নিয়মিত প্রিমিয়াম ৩১শে মার্চ, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া আগের আর্থিক বছরের তুলনায় ১১% বেড়েছে।

সুরক্ষার উপর স্পষ্ট জোর দিয়ে এসবিআই লাইফের প্রোটেকশন নিউ বিজনেস প্রিমিয়াম ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া আর্থিক বছরে দাঁড়িয়েছে ৪,০৯৫ কোটি টাকা। প্রোটেকশন ইন্ডিভিজুয়াল নিউ বিজনেস প্রিমিয়াম ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া আর্থিক বছরে হয়েছে ৭৯৩ কোটি টাকা। ইন্ডিভিজুয়াল নিউ বিজনেস প্রিমিয়াম ৩১শে মার্চ, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়ার আগের আর্থিক বছরের চেয়ে ১১% বেড়ে হয়েছে ২৬,৩৬০ কোটি টাকা।

এসবিআই লাইফের কর দেওয়ার পর মুনাফা ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে ২,৪১৩ কোটি টাকা। এটা আগের বছরের তুলনায় ২৭% বেশি।

কোম্পানির সলভেন্সি রেশিও ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে ১.৯৬, অর্থাৎ যথেষ্ট জোরদার। নিয়ামক সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী ১.৫০ থাকা প্রয়োজন।

এসবিআই লাইফের অ্যাসেটস আন্ডার ম্যানেজমেন্ট ৩১শে মার্চ, ২০২৪ তারিখে ছিল ৩,৮৮,৯২৩ কোটি টাকা। তা ১৫% বেড়ে ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে হয়েছে ৪,৪৮,০৩৯ কোটি টাকা। এখানে ডেট-ইকুইটি মিশ্রণের অনুপাত ৬১:৩৯। ডেট লগ্নির ৯৪% আছে AAA আর সভরেন ইনস্ট্রুমেন্টে।

কোম্পানির ৩০৯,০৩৪ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিমা পেশাদারের বহুমুখী সরবরাহ নেটওয়ার্ক আছে এবং সারা দেশে ১,১১০ খানা অফিস নিয়ে বিস্তৃত উপস্থিতি রয়েছে। এসবের মধ্যে আছে ব্যাংক্যাশিওরেন্স চ্যানেল, এজেন্সি চ্যানেল এবং এজেন্ট, ব্রোকার, পয়েন্ট অফ সেল পার্সনস (POS), বিমা বিপণন ফার্ম, ওয়েব এগ্রিগেটর এবং সরাসরি ব্যবসা সমেত অনেককিছু।

শারীরিক উচ্চতা মাত্র দু ফিট, মাধ্যমিক রেজাল্টের গ্রাফে ৫৫৩!

বেবি চক্রবর্ত্তী

নয়ন দত্ত , বিশেষ ভাবে সক্ষম এই পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক ২০২৫ এ খুব ভালো ফল করেছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, একদিকে যখন বিগত কয়েক বছর ধরে লাগাতার মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নমুখী জেলার গ্রাফ ,সেই সময় একজন দিবাংগণ পরীক্ষার্থী এমন ফলাফল তাক লাগিয়ে দিয়েছে জেলায় । নিজের পায়ে হেঁটে চলতে পারে না নয়ন , বন্ধু রাকেশ শর্মার কোলে চেপে এসেছিলো রেজাল্ট

এরপর ৬ পাতায়

নবদ্বীপ ভাগীরথী নদীতে তলিয়ে গেলো দুই ভাই, নামানো হয় ডুবুরি

অভিজিৎ সাহা, নদিয়া

নবদ্বীপের গঙ্গায় ডুবে মৃত্যু অনবরত চলছেই। ১লা মে স্নান করতে এসে ভাগীরথি নদীতে তলিয়ে গেল দুই ভাই। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে নবদ্বীপের শ্রীবাসঅঙ্গন ঘাটে। নবদ্বীপ থানারপুলিশ জানিয়েছে ঘটনায় তলিয়ে যাওয়া দুই ভাইয়ের নাম যথাক্রমে নিলেশ বিশ্বাস (২৫) ও নিলয় বিশ্বাস(২২)। বাড়ি নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার মাজদিয়া রেলবাজার এলাকায়। ঘটনার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই তীব্র চঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুরে একটি চার চাকা গাড়ি করে

মাজদিয়ার বাড়ি থেকে নবদ্বীপের শ্রীবাস অঙ্গন ঘাটে আসেন গঙ্গা স্নান করতে চালক সহ ৪জন,ঘাটের উপরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দুই ভাই সহ গঙ্গা স্নানে নামেন ৩ জন,অন্য দিকে জল দিয়ে গাড়ি পরিষ্কার করছিল চালক। স্নান করতে গিয়ে হঠাৎই দুই ভাই তলিয়ে যেতে থাকলে সঙ্গী যুবক চিৎকার করলে উপর থেকে গাড়ি ছেড়ে দৌড়ে জলে নামে চালক, দুই ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে সঙ্গী যুবক ও চালক সহ ৪ জনই তলিয়ে যেতে থাকে। এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে গঙ্গায় স্নান করতে আসা স্থানীয় বাসিন্দা জগদীশ পাল তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করতে গিয়ে তিনিও তলিয়ে যাচ্ছিলেন,এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে শ্রীবাসঅঙ্গন ঘাট সংলগ্ন এলাকার এক স্থানীয় যুবক ভোলা ঘোষ দ্রুত গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং গাড়ির চালক সহ তিনজনকে কোনও ক্রমে উদ্ধার করতে পারলেও দুই ভাই তলিয়ে যায়। এদিন বিকেলে তলিয়ে যাওয়া দুই ভাইয়ের খোঁজে গঙ্গায় নামানো হয় জেলা বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তরের ডুবুরিদের।সন্ধ্যা পর্যন্ত খোঁজ চালিয়েও দুই ভাইকে উদ্ধার করা সম্ভব

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

মাধ্যমিকে উত্তীর্ন পড়ুয়াদের শুভেচ্ছে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

দিয়েছিলেন পরীক্ষার্থীরা।

শুক্রবার সকাল ৯টা নাগাদ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ করেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় মেধা তালিকা প্রকাশ করে জানান, প্রথম দশে রয়েছেন মোট ৬৬ জন। এক্স পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, "এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্রছাত্রীকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন! আগামীদিনে তোমরা আরো সফল হবে - এই প্রত্যাশা আমি রাখি। তোমাদের জীবনের এই স্মরণীয় দিনে, আমি তোমাদের বাবা-মা, অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। তাঁদের সমর্থন ও পথনির্দেশই তোমাদের এই সাফল্যকে সম্ভব করে তুলেছে। যারা আজ ভালো ফল করতে পারোনি তাদের বলব হতাশ হয়ো না। চেষ্টা করো। আগামিদিনে সাফল্য আসবেই। তোমাদের সকলকে আরও একবার আমার প্রাণভরা আশীর্বাদ ও শুভকামনা জানাই। ভালো থেকো সকলে।

(১ম পাতার পর)

মাধ্যমিকে প্রথম হওয়া অদৃত সরকার ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায়

সরকার। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় শুক্রবার সকাল ৯টায় সাংবাদিক বৈঠক শুরুর পর থেকেই অদৃতের বাড়িতে একটা চাপা টেনশন ছিল। বরাবরই পড়াশোনায় ভাল অদৃত। আশা ছিল ভাল ফল করবে। মেধা তালিকায় নাম আসবে কি না, তা নিয়ে উদগ্রীব ছিলেন পরিবারের লোকজন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি তার নাম ঘোষণার পর থেকে বাড়িতে খুশির হাওয়া। অদৃত বলল, নাম ঘোষণার পর থেকে বাড়িতে ফোন এসেই যাচ্ছে। তবে এটাকে স্বাভাবিক হিসেবেই দেখছে সে। এখনও কোনও বিষয়ে কত নম্বর পেয়েছে জানতে পারেনি। বিজ্ঞান তার বরাবরই ভাল লাগে। অদৃত বলেন ভবিষ্যতে বিজ্ঞান নিয়েই তিনি এগোতে চান।

রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুলের ছাত্র অদৃত জানিয়েছে, এই মুহূর্তে সে ডাক্তারি পড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে। তবে পরে অন্য কোনো বিষয় নিয়েও তিনি পড়াশুনা করতে পারে।

কেরলে নতুন বন্দর উদ্বোধন করে মোদী বললেন, 'এই বন্দর অনেকের রাতের ঘুম কেড়ে নেবে'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দিল্লি:- এই মুহূর্তে মোদী 'অনেকে' বলতে অবশ্যই পাকিস্তানকে বুঝিয়েছেন। ইন্ডিয়া জোটের রাতের ঘুম কেড়ে নেবে নতুন বন্দর! কেরলে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আদানি গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে তিরুঅনন্তপুরমের ভিঝিনজাম বন্দর। শুক্রবার সেই বন্দরের উদ্বোধনে মোদি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, কংগ্রেস নেতা শশী থারুর। সেই মঞ্চ থেকেই ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। বন্দরের উদ্বোধন করে বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে প্রধানমন্ত্রী

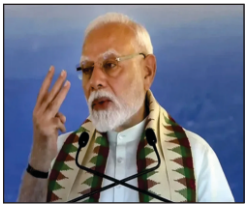

বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে বলতে চাই, আপনি তো ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম স্তম্ভ। শশী থারুরও এখানে রয়েছেন। আজকের এই অনুষ্ঠান কিন্তু অনেকের রাতের ঘুম কেড়ে নেবে।মোদি বলেন, যাদের বার্তা দেওয়ার ছিল তাদের কাছে ঠিক পৌঁছে গিয়েছে। তাঁর কথায়, ভারতীয় নৌবাহিনীর শক্তি দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, এই ভিঝিনজাম বন্দরটি কংগ্রেস সাংসদ থারুরের লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। তাই নিজের কেন্দ্রের বন্দর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে 'অতিথি' মোদিকে স্বাগত জানাতে নিজেই তিরুঅনন্তপুরমের বিমানবন্দরে হাজির ছিলেন থারুর। সেই নিয়েও বিতর্কে জড়ান কংগ্রেস সাংসদ। প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক অতীতে দলের সঙ্গে ক্রমশ বিরোধিতা বাড়ছে শশীর। কোভিড মহামারীর সময় গোটা বিশ্বকে পথ দেখিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। একাধিক দেশ ভারতের তৈরি ভ্যাকসিনে উপকৃত হয়েছে। এই ঘটনা বিশ্ববন্ধুত্বের শক্তিশালী উদাহরণ।

সল্টলেকের একটি রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ আগুন

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

আগুনের গ্রাস থেকে মুক্তি পাচ্ছে না কলকাতা। বার বার করে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় আগুন লাগছে। মেছুয়া বাজারের পরে শুক্রবার ভর দুপুরে আগুন লাগলো সল্টলেক সেক্টর ফাইভে। ফিলিপস মোড়ের কাছে আগুন লেগেছে বলে খবর। ওই বহুতলের একটি কারখানায় আগুন লেগেছে। ঘটনাস্থলে পর পর বিস্ফোরণের শব্দ গিয়েছে। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গিয়েছে এলাকা। ঘটনাস্থলে কাজ করছে দমকলের চারটি ইঞ্জিন। কারখানার ভিতর থেকে কর্মীদের বের করে আনা হয়েছে। আরও ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যাচ্ছে বলে খবর। দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুও ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। পৌঁছেছেন বিধাননগরের পুলিশ কমিশনারও। এখনও বহুতলের ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি দমকল। কারখানার ভিতরে এখনও প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ মজুত রয়েছে। কারখানার কর্মীরাই সেই সমস্ত রাসায়নিক সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছেন। আগুন দ্রুত কারখানার পিছন দিক থেকে সামনের অংশে ছড়িয়ে পড়ছে বলে খবর। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে গোটা এলাকা। কারখানার ভিতরে ঢোকার পরিস্থিতি না থাকায় পাশের বহুতলের বারান্দা থেকে জল দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন দমকল কর্মীরা। কারখানার ভিতরের অংশেই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। গত মঙ্গলবারই কলকাতার মেছুয়ার একটি হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় ১৫ জনের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার সল্টলেকে বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল।

সম্পাদকীয়

কেরলে ৮,৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ভিজহিনজাম আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ কেরলের তিরুবনন্তপুরমে ৮,৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বহু উদ্দেশ্যসাধক ভিজহিনজাম আন্তর্জাতিক গভীর সমুদ্র বন্দর জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। ভগবান আদি শঙ্করাচার্যের জন্মবার্ষিকীতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ৩ বছর আগে আদি শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান দর্শন করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তাঁর সংসদীয় কেন্দ্র কাশিতে বিশ্বনাথধাম চত্বরে আদি শঙ্করাচার্যের এক সুবিশাল মূর্তি স্থাপিত হয়েছে বলে তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে বিপুল আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শিক্ষা আদি শঙ্করাচার্য দিয়ে গেছেন, তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ওই মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের পবিত্র কেদারনাথ ধামেও আদি শঙ্করাচার্যের একটি মূর্তির আবরণ উন্মোচন করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে বলে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজই কেদারনাথ মন্দিরের দরজা পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেরলের ভূমিপুত্র আদি শঙ্করাচার্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মঠ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের বিবেককে জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর প্রয়াস এক ঐক্যবদ্ধ ও আধ্যাত্মিক আলোয় উদ্ভাসিত ভারতের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একদিকে অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ সুবিশাল সমুদ্র, অন্যদিকে প্রকৃতির অসামান্য সৌন্দর্য-এর মাঝে দাঁড়িয়ে ভিজহিনজাম গভীর সমুদ্র বন্দর নতুন যুগের বিকাশের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই অসামান্য সাফল্যের জন্য তিনি কেরলের মানুষ এবং সমগ্র জাতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

শ্রী মোদী বলেন, ৮,৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা এই গভীর সমুদ্র বন্দরের সক্ষমতা আগামী দিনে ৩ গুণ বাড়বে, বিশ্বের বড় বড় পণ্যবাহী জাহাজ এখানে আসবে। এর আগে ভারতের জাহাজবাহী পণ্য চলাচলের ৭৫ শতাংশই বিদেশের বন্দরগুলিতে হতো। ফলে দেশের রাজস্বের বিপুল ক্ষতি হয়ে এসেছে। কিন্তু এখন পরিস্থিতির বদল ঘটছে। ভারতের অর্থ এখন ভারতের কাজেই ব্যবহৃত হবে। যে অর্থ এতদিন দেশের বাইরে চলে যেত, তা এখন কেরল ও ভিজহিনজামের মানুষের সামনে নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঔপনিবেশিক শাসনের আগে বহু শতাব্দী ধরে ভারত সমৃদ্ধির শিখরে ছিল। এক সময়ে বিশ্বের জিডিপি-তে ভারতের সিংহভাগ অংশ থাকতো। সমুদ্র বাণিজ্যে সক্ষমতা এবং বন্দর শহরগুলির অর্থনৈতিক ব্যস্ততা ভারতকে পৃথিবীর অন্য দেশগুলির থেকে স্বতন্ত্র করেছিল। এক্ষেত্রে কেরলের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। সামুদ্রিক বাণিজ্যে কেরলের ঐতিহাসিক ভূমিকার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আরব সাগরের মাধ্যমে সেইসময়ে একাধিক দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কেরলের জাহাজগুলি বিভিন্ন দেশে পণ্য পরিবহন করে নিয়ে যেত, ভারত বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের অন্যতম মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। আজ ভারত সরকার অর্থনৈতিক শক্তির সেই ধারার পুনরুজ্জীবনে আগ্রহী। ভারতের উপকূলীয় রাজ্য ও বন্দর শহরগুলি উন্নত ভারতের বিকাশের মূল কেন্দ্র হয়ে উঠবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সহজে ব্যবসা করার পরিবেশের বিকাশ একসঙ্গে হলে তবেই বন্দর অর্থনীতি তার সম্ভাবনার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতে পারে। গত ১০ বছর ধরে এই ভাবনাকে মাথায় রেখেই সরকার তার বন্দর ও জলপথ নীতির খসড়া তৈরি করেছে। রাজ্যগুলির সার্বিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক তৎপরতা বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সাগরমালা প্রকল্পের আওতায় রাজ্যগুলির সহায়তায় বন্দর পরিকাঠামো ও বন্দর সংযোগের উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। সহজ সংযোগের জন্য পিএম গতিশক্তির আওতায় জলপথ, রেলপথ, মহাসড়ক ও বিমান পথের মধ্যে সংযুক্তি স্থাপন করা হচ্ছে। সমুদ্র বাণিজ্যের বিভিন্ন বিধিনিয়মের সংস্কার সাধন করা হয়েছে। ২০১৪ সালের আগে সমুদ্রপথে ভারতীয় যাতায়াতকারীর সংখ্যা ছিল ১.২৫ লক্ষের নিচে। আজ তা বেড়ে ৩.২৫ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। সমুদ্র যাতায়াতের ক্ষেত্রে ভারত আজ বিশ্বের প্রথম তিনটি দেশের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পনেরোতম পর্ব)

ছেড়ে চলে গেলেন। রাজার চোখে ঘুম নেই, জানলা ধারে বসে থাকতে থাকতে দেখেন একজন পরম পুরুষ আর এক সুন্দরী নারী বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে, রাজা দোর আগলে কে তারা জানতে চাইলে সুন্দরীনারী বলেন আমি কুললক্ষ্মী, ঘরে অলক্ষ্মী আছে তাই তার থাকা হবে না। পরম পুরুষটি জানালেন তিনি ধর্ম, কিন্তু অলক্ষ্মীর কারণে তাকেও যেতে হচ্ছে। সে কথা শুনে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, " আমার দোষ কি ?ধর্ম রক্ষা করতেই অলক্ষ্মীকে কিনেছি, ধর্মই আমার সম্বল। এই ধর্মবলে আমিরাজলক্ষ্মী,ভাগ্যলক্ষ্মী,যশল

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

নবদ্বীপ ভাগীরথী নদীতে তলিয়ে গেলো দুই ভাই, নামানো হয় ডুবুরি

হয়নি। অপরদিকে ঘটনার খবর পেয়ে মাজদিয়া থেকে ছুটে আসেন পরিবারের লোকজন। কালিগঞ্জসহ নবদ্বীপের ঘাট চত্বর থমথমে পরিবেশ। ২রা মে সকাল বেলায় দুই ভাইয়ের খোঁজে ডুবুরিরা নামেন। সেই মুহূর্তে তারা ঘাটের পাশে একটি অজ্ঞাত পরিচিত দেহ ভাসতে দেখে, তৎক্ষণাৎ পুলিশ প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয় এবং তাদের হাতে দেহটি তুলে দেওয়া হয় বলে জানান বিপর্যয় মোকাবিলার ডুবুরীরা। মৃত দেহটি ময়না তদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নবদ্বীপের সমস্ত ঘাট গুলো বাঁধানো এবং নদীতে এই মুহূর্তে জল কমে যাওয়ায় অসতর্কতার সহিত স্নান করতে নেমে বিপত্তি। সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলছেন পুরো প্রশাসনের দিকে। বারবার কেন নবদ্বীপের গঙ্গায় স্নান করতে এসে মানুষের এই ধরনের দুর্ঘটনায় পড়তে হচ্ছে। গত বছর পয়লা বৈশাখের দিন দুই বন্ধুর একসঙ্গে ডুবে মৃত্যু হয়। ঠিক এক বছরের মাথায় এই বৈশাখ মাসেই অক্ষয় তৃতীয়ার পরে দিন একই সঙ্গে দুই ভাই স্নান করতে নেমে গঙ্গায় হলো মৃত্যু। সমস্ত স্নানের ঘাট গুলোতে নেট দিয়ে ঘিরে দেওয়া হলে এতে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হতো এবং নির্দিষ্ট করে দেওয়া হোক স্নানের ঘাট গুলো।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অতৃপ্তকাম শনিপত্নী তখন শনিকে অভিশাপ দিলেন, "আমার দিকে ফিরেও চাইলে না তুমি! যাও, অভিশাপ দিলুম, এরপর থেকে যার দিকেই চাইবে, সে-ই ভস্ম হয়ে যাবে।" এরপর ঘটনাচক্রে গণেশের জন্ম হল।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মাধ্যমিকের সেরা দশে ৬৬ জন পড়ুয়া পাশের হার ৮৬. ৫৬ শতাংশ

নিজস্ব সংবাদদাতা

এবারের মাধ্যমিকের ফলাফল কলকাতা কে টেক্কা দিল অন্যান্য জেলা। মাধ্যমিকের ফল ঘোষণা করলেন ২রা মে পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি সংবাদ মাধ্যমে বললেন এই বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯,৬৯,৪২৫।মেধাতালিকায় প্রথমে আছে ৬৬ জন। এই বছর পাশের হার ৮৬.৫৬% গতবারের তুলনায় বেশি। ৮৬.১% পাশের হার ছিল গত বছর। ৭০ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ করা হয়েছে। কলকাতা কে টেক্কা অন্য জেলার। পূর্ব মেদিনীপুর থেকে প্রথম, কালিম্পং থেকে দ্বিতীয়, এবং কলকাতার তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।এই বছর মাধ্যমিকে প্রথম স্থান অধিকার করেছে অদ্রিত সরকার রায়গঞ্জের ছাত্র, তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৬। উত্তর দিনাজপুর রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুলের ছাত্র। মাধ্যমিকের যুগ্ম দ্বিতীয় মালদার অনুভব বিশ্বাস, বাঁকুড়ার ছাত্র সৌম্য পাল। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৪।অনুভব বিশ্বাস রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র। মাধ্যমিকের তৃতীয় ঈশানী চক্রবর্তীর প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৩,

বাঁকুড়া কোতুলপুর সরোজ বাসিনি হাই স্কুলের ছাত্রী। সে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় সারা রাজ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে পূর্ব বর্ধমানের নিরোল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র মহম্মদ সেলিম,তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯২। মা মারা যাওয়ার পর ছোট থেকেই মামার কাছেই মানুষ। তার এই কৃতিত্ব সে মামাকে উৎসর্গ করতে চায়। এই খবর পেয়ে খুশী তার পরিবার পরিজনরা। মাধ্যমিকের প্রথম ১০শে রয়েছেন ৬৬জন।

পঞ্চম স্থানে রয়েছে চার জন, সিনচ্যান নন্দী গৌড়হাটি হরিদাস ইনস্টিটিউশন, চৌধুরী মোহাম্মদ আসিফ কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন, বিশ্বজিৎ ঘোষ এবং সৌমিত্রকরণ নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৬৯১।

ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ৪ জন তাদের মধ্যে অঞ্চ দে ফালাকাটা বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন, রুদ্রনীল মান্না, বসিরহাটের অঙ্কন মন্ডল, অভ্রদীপ মন্ডল তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৬৯০।

সপ্তম স্থানে রয়েছে দুজন, দেবার্ঘ্য দাস এবং অঙ্কন বসাক তাদের প্রাপ্ত নাম্বার ৬৮৯।

অষ্টম স্থান অধিকার করেছে ১১ জন তাদের মধ্যে অনির্বাণ দেবনাথ,সত্যম সাহা, আসিফ মেহবুব, মোহাম্মদ ইনজামুল হক, সৃজন প্রামাণিক, শুভ্র সিনহা মহাপাত্র, স্পন্দন মল্লিক, সৃজনী ঘোষ, সৌপ্তিক মুখোপাধ্যায়, কাকলি মন্ডল, অবন্তিকা রায় তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৮।

নবম স্থান অধিকার করেছে ১০ জন তাদের মধ্যে দেবাঙ্গন দাস, মৃন্ময় বসাক, অনীক সরকার, নিশা ঘোষ, ময়ূখ বসু, অয়ন নাগ,। অঙ্কুশ জানা, নদীয়ার শান্তিপুরের প্রজ্জ্বল দাস, অনীশ দাস, ঐশিক জানা তাদের প্রাপ্ত নাম্বার ৬৮৭।

দশম স্থান অধিকার করেছে ৯ জন তাদের মধ্যে রাহুল দাস, সোহম সাঁতরা, প্রিয়ম পাল হামিদা বাসু , মৃন্ময় দাস, অদ্রিত হালদার, অয়ন্তিকা সামন্ত, স্বাগতা সরকার, সমন্বয় দাস তাদের প্রাপ্ত নাম্বার ৬৮৬।

২০২৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় নদীয়া জেলার শান্তিপুর থেকে নবম স্থান অধিকার করেছে প্রজ্বল দাস সে শান্তিপুর মিউনিসিপাল হাই স্কুলের ছাত্র ।নবদ্বীপের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের অনীক মন্ডল,প্রাপ্ত নম্বর ৬৭৪। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের তন্ময় পাল,প্রাপ্ত নম্বর৬৭২।তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের অর্নেশ পাল, প্রাপ্ত নম্বর ৬৭০।নবদ্বীপ বালিকা বিদ্যালয়ের সৃজিতা দাস ৬৬২ নম্বর পেয়ে নবদ্বীপ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথম ও মেয়েদের মধ্যে নবদ্বীপ শহরে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের রায়দোগাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র দীপ সরকার ৬৮৪ নম্বর পেয়ে রাজ্যের মধ্যে একাদশ স্থান লাভ করেছে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

মাধ্যমিকে পূর্ব বর্ধমানের উজ্জ্বল নক্ষত্রেরা: সাফল্যের কিরণে আলোকিত জেলা।

কৃষ্ণ সাহা পূর্ব বর্ধমান

এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর পূর্ব বর্ধমান জেলা আনন্দে উদ্বেলিত। জেলার ছয়জন মেধাবী শিক্ষার্থী তাদের অসাধারণ কৃতিত্বের মাধ্যমে শুধু নিজেদের পরিবার বা বিদ্যালয়কেই নয়, গোটা জেলাকেও গৌরবান্বিত করেছে। তাদের এই সাফল্য কঠোর পরিশ্রম, একাগ্রতা এবং সঠিক মার্গদর্শনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আসুন, এই কৃতি সন্তানদের সাফল্যের কাহিনী বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়া যাক:

মহম্মদ সেলিম: চতুর্থ স্থানাধিকারী, যাঁর সাফল্যের ভিত্তি মামার স্নেহ

মেধা তালিকার চতুর্থ স্থানে নিজের স্থান পাকা করে নিয়েছেন কেতুগ্রামের নিরোল উচ্চ বিদ্যালয়ের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র মহম্মদ সেলিম। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬৯২, যা শতকরা হিসেবে ৯৮.৫৭ শতাংশ। সেলিমের এই অভাবনীয় সাফল্যে তাঁর পরিবার-পরিজন এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।

সেলিমের শৈশব কেটেছে কেতুগ্রাম থানার নিরোল পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শিরুন্দি গ্রামে তাঁর মামার বাড়িতে। ছোটবেলায় মাতৃহারা হওয়ার পর থেকে মামার বাড়িতেই বড় হয়েছেন এবং পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন সেলিম। তাঁর এই সাফল্যের নেপথ্যে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি, তিনি হলেন তাঁর মামা ফজলে করিম। সেলিম কৃতজ্ঞচিত্তে জানিয়েছেন, মামার নিরন্তর উৎসাহ এবং সহযোগিতা ছাড়া এই সাফল্য অর্জন করা কঠিন ছিল। পাশাপাশি, বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং প্রাইভেট টিউটরদেরও তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁদের মূল্যবান guidance-এর জন্য। ভবিষ্যতের স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সেলিম জানান, বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার পর তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করতে আগ্রহী। একজন সফল ইঞ্জিনিয়ার হওয়াই তাঁর জীবনের লক্ষ্য।

নিরোল উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিব্যেন্দু কুমার হাজরা তাঁর ছাত্রের সাফল্যে অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি বলেন, "আমাদের স্কুলের ছাত্র মোহাম্মদ সেলিম বরাবরই অত্যন্ত মেধাবী। আমরা প্রথম থেকেই ওর ভালো ফল করার ব্যাপারে আশাবাদী ছিলাম। এবছরের মাধ্যমিকে রাজ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করায় আমরা সত্যিই গর্বিত।"

সৌরিন রায়: সপ্তম স্থানাধিকারী, যাঁর আগ্রহের কেন্দ্রে ডাক্তারি

মেধা তালিকায় সপ্তম স্থান অধিকার করে পূর্ব বর্ধমান জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন আউসগ্রামের অমরাগড় উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র সৌরিন রায়। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৯ (৯৮.৪৩ শতাংশ)। আউসগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের অমরার গড় গ্রামের সৌরিনের এই সাফল্যে তাঁর পরিবার, বিদ্যালয় এবং গোটা গ্রামে খুশির বন্যা বয়ে যাচ্ছে। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি তাঁর ছিল অগাধ আগ্রহ। ভবিষ্যতে ডাক্তারি নিয়ে পড়াশোনা করার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করেন সৌরিন।

ছেলের এই অসাধারণ সাফল্যে আবেগাপ্লুত সৌরিনের বাবা অভিজিৎ রায় বলেন, "আমরা ভীষণ আনন্দিত। সৌরিনের নিজের আত্মবিশ্বাস ছিল অনেক। ওর একটা বড় প্রত্যাশা ছিল। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় থেকেই শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে গ্রামের মানুষজন বিশ্বাস করতেন, ও একদিন র‍্যাঙ্ক করবেই।" সৌরিনের এই সাফল্যে তাঁর কঠোর পরিশ্রম এবং একাগ্রতাই মূল কারণ।

পাপড়ি মন্ডল: অষ্টম স্থানাধিকারী, যাঁর স্বপ্ন ফরেস্ট অফিসার হওয়ার

বর্ধমান বিদ্যার্থী ভবন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী পাপড়ি মন্ডল মেধা তালিকায় অষ্টম স্থান অধিকার করে জেলার মেয়েদের মধ্যে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৮ (৯৮.২৯ শতাংশ)। পাপড়ির বাবা দেবাশীষ মন্ডল একজন টেলারিং ব্যবসায়ী এবং মা পূর্ণিমা মন্ডল একজন সাধারণ গৃহবধূ।

পাপড়ি তাঁর সাফল্যের জন্য ছয়জন গৃহশিক্ষকের অবদানের কথা স্বীকার করেছেন। তবে তিনি বিশেষভাবে মায়ের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। মায়ের সহযোগিতা এবং উৎসাহ তাঁকে ভালো ফল করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে বলে পাপড়ি জানিয়েছে। ভবিষ্যতে এগ্রিকালচার নিয়ে পড়াশোনা করে ফরেস্ট অফিসার হওয়ার স্বপ্ন দেখে পাপড়ি। অবসর সময়ে গল্প বই পড়তে ভালোবাসে সে। পড়াশোনার বিষয়ে পাপড়ির নিজস্ব একটি পদ্ধতি ছিল। সে সময় মেপে নয়, বরং যখন মন চাইত তখনই পড়তে বসত। এই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পড়াশোনা করেই সে সাফল্য লাভ করেছে বলে জানিয়েছে।

ময়ূখ বসু: নবম স্থানাধিকারী, যাঁর আগ্রহের কেন্দ্রে সৃজনশীলতা

কালনা মহকুমার কাকুরিয়া দেশবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ময়ূখ বসু মেধা তালিকায় নবম স্থান অধিকার করেছে। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৭ (৯৮.১৪ শতাংশ)। ময়ূখের বাড়ি কালনার মাতিশ্বরে। ছেলের এই সাফল্যে ময়ূখের বাবা-মা সহ পরিবারের সকল সদস্য অত্যন্ত খুশি।

ময়ূখের বাবা সুদয় বসু প্রাক্তন বিএসএফ কনস্টেবল এবং মা মৌসুমী দত্ত বসু কাকুরিয়া দেশবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়ের পার্শ্বশিক্ষিকা। ময়ূখ জানিয়েছে, সে প্রতিদিন চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা পড়াশোনা করত। পাশাপাশি, নাচ-গানের জন্যও তাঁকে সময় বের করতে হতো। ভালো ফল করার ব্যাপারে সে আশাবাদী ছিল এবং সেই আত্মবিশ্বাসই তাকে সাফল্য এনে দিয়েছে। ময়ূখ তাঁর স্কুল শিক্ষক এবং বাবা-মায়ের অবদানকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। তবে গতানুগতিক পড়াশোনার বাইরে সৃজনশীলতার সঙ্গে পড়াশোনাকে মিশিয়ে নতুন কিছু করার আগ্রহ রয়েছে ময়ূখের। গান, কবিতা, নাটক এমনকি কি-বোর্ড বাজানোতেও পারদর্শী ময়ূখের পছন্দের বিষয় অঙ্ক ও বায়োলজি। উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর।

পরমব্রত মণ্ডল: নবম স্থানাধিকারী, যাঁর চোখে বিজ্ঞানীর স্বপ্ন

বর্ধমান মিউনিসিপাল বয়েজ স্কুলের ছাত্র পরমব্রত মণ্ডলও মেধা তালিকায় নবম স্থান অধিকার করে জেলার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখে পরমব্রত। তার এই সাফল্যে বিদ্যালয় এবং পরিবারের সদস্যরা অত্যন্ত আনন্দিত।

স্বাগতা সরকার: দশম স্থানাধিকারী, যাঁর লক্ষ্য মানব সেবা

মঙ্গলকোটের কাশেমনগর বি. এন. টি. পি গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী স্বাগতা সরকার মেধা তালিকায় দশম স্থান অধিকার করেছে। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৬ (৯৮ শতাংশ)। স্বাগতা জানিয়েছে, বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, গৃহশিক্ষক এবং পরিবারের সকলের সহযোগিতায় সে এই সাফল্য অর্জন করেছে। ভবিষ্যতে ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করে স্বাগতা।

এই ছয়জন কৃতী শিক্ষার্থী শুধু পূর্ব বর্ধমান জেলার মুখ উজ্জ্বল করেনি, বরং আগামী প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য এক অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে। তাদের পরিশ্রম, একাগ্রতা এবং অধ্যাবসায় প্রমাণ করে যে সঠিক পথে চেষ্টা করলে সাফল্য অবশ্যই ধরা দেয়। জেলার এই মেধাবী সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে শুভকামনা।

(২ পাতার পর)

শারীরিক উচ্চতা মাত্র দু ফিট, মাধ্যমিক রেজাল্টের গ্রাফে ৫৫৩!

নিতে।

বন্ধুকে কোলে নিয়েই এক গাল হেসে রাকেশ জানায় সে ৫২১ পেয়েছে, কিন্তু বন্ধু নয়ন পেয়েছে ৫৫৩, এতেই যেন দ্বিগুণ হয়েছে আনন্দ।বিশেষ ভাবে সক্ষম নয়ন দত্ত এক সামান্য কৃষক পরিবারের সন্তান।

নিজের এই প্রাপ্তি প্রসঙ্গে নয়ন বলে, পড়াশুনো করেই এই সাফল্য, আমি কালেক্টর হতে চাই। অপরদিকে যে স্কুলের ছাত্র নয়ন দত্ত সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক,বলেন, ওর জন্য আমরা সবাই গর্বিত, ওকে দেখে আরো অনেকেই অনুপ্রাণিত হবে আগামী দিনে।

ধানবাদে সাংবাদিকদের উপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি সাংবাদিক ইউনিয়নগুলির,

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২ মে ২০২৫ ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে সাংবাদিকদের উপর হামলাকারী স্থানীয় কংগ্রেস নেতা এবং তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে সাংবাদিক ইউনিয়নগুলি।

সার্ক জার্নালিস্ট ফোরামের ভারত শাখার সভাপতি সুশীল ভারতীর নেতৃত্বে, ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান রামনাথ বিদ্রোহী, পিরিওডিকাল প্রেস অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি ডঃ সুরেন্দ্র শর্মা এবং ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট সোসাইটির প্রধান উমেন্দ্র দধিচ ঝাড়খণ্ড সরকারের কাছে গুন্ডা আইনের আওতায় অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার এবং কংগ্রেস প্রধান মল্লিকার্জুন খাড়গেকে এমন ব্যক্তিকে দল থেকে বহিষ্কার করার দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ধানবাদ জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি রশিদ রাজা আনসারি এবং তার পরিবারের সদস্যরা ১৬ এপ্রিল ধানবাদ প্রেস ক্লাবে প্রবেশ করে কিছু সাংবাদিককে লাঞ্ছিত করেছিলেন। সাংবাদিকরাও মামলা করেছেন, কিন্তু এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। ইতিমধ্যে, ধানবাদ প্রেস ক্লাব সকল সম্পাদককে আনসারিকে বয়কট করার আহ্বান জানিয়েছে। এই হামলার বিরুদ্ধে মিঃ ভারতী গান্ধী মূর্তির সামনে একটি অবস্থান বিক্ষোভও করেছিলেন।

ভারতের মোট রপ্তানী ৬.০১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ এ ৮২৪.৯ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড করেছে : আরবিআই - এর প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি, ০২ মে, ২০২৫

ভারতের মোট রপ্তানী সর্বকালীন বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে ৮২৪.৯ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড করেছে। ২০২৫ – এর মার্চ মাসে পরিষেবা বাণিজ্য নিয়ে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রকাশিত সর্বশেষ পরিসংখ্যানে একথা জানানো হয়েছে। বিগত আর্থিক বছরে ৭৭৮.১ বিলিয়ন ডলার রপ্তানীর তুলনায় এই বৃদ্ধির হার ৬.০১ শতাংশ। দেশের বাণিজ্য ক্ষেত্রে এটা এক নতুন মাইলফলক রচনা করেছে।

পরিষেবা রপ্তানী দেশের আর্থিক বৃদ্ধিকে ক্রমাগত প্রসারিত করে চলেছে। ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে তা ৩৭৮.৫ বিলিয়ন ডলারের এক ঐতিহাসিক উচ্চতাকে স্পর্শ করে। বিগত বছরে ৩৪১.১ বিলিয়ন ডলারের থেকে তা বৃদ্ধি পায় ১৩.৬ শতাংশে। ২০২৫ সালের কেবল মার্চ মাসেই পরিষেবা বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬.৬ বিলিয়ন ডলার। বছর ধরে হিসেবের ভিত্তিতে ২০২৪ – এর মার্চ মাসে এই সংখ্যা ছিল ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৃদ্ধির হার ১৮.৬ শতাংশ।

২০২৪ – ২৫ এ পেট্রোলিয়াম পণ্য বাদে অন্যান্য পণ্যদ্রব্য রপ্তানী রেকর্ড সংখ্যা ৩৭৪.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। এই বৃদ্ধির হার ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে ৩৫২.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ৬ শতাংশ বেশি। অ-পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যদ্রব্য রপ্তানীতে এই বৃদ্ধির হার এ পর্যন্ত সর্বাধিক।

প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে ‘মর্যাদার সঙ্গে বার্ধক্য’ এই উদ্যোগ সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ০২ মে, ২০২৫

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আজ রাষ্ট্রপতি ভবন সংস্কৃতি কেন্দ্রে প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে আয়োজিত ‘মর্যাদার সঙ্গে বার্ধক্য’ এই উদ্যোগ সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে পোর্টাল, তাঁদের জন্য আবাসনের ভার্চুয়াল উদ্বোধন এবং তাঁদের সহায়ক সরঞ্জাম প্রদান করা হয়। সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দপ্তরের সঙ্গে ব্রহ্মকুমারীদের প্রতিষ্ঠানের একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন, পিতা-মাতা ও প্রবীণদের সম্মান করা আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। আমাদের পরিবারে দেখা যায় যে, শিশুরা সবসময়ই তাদের দিদা-দাদু বা ঠাকুমা-ঠাকুরদার সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। প্রবীণ মানুষেরা পরিবারে এক মানসিক বন্ধনের মতো। তাঁরা তাঁদের পরিবারের উন্নতিতে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বোধ করেন। শ্রীমতী মুর্মু আরও বলেন, আজকের দ্রুত সময় ও প্রতিযোগিতার মুখে দাঁড়িয়ে তরুণ প্রজন্মের কাছে পরিবারের প্রবীণ নাগরিকদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও পথ-নির্দেশিকা অত্যন্ত জরুরি। তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তরুণ প্রজন্মকে জীবনের চ্যালেঞ্জের মুখে নানাভাবে সাহায্য করে। তিনি আরও বলেন, প্রবীণ বয়সে পৌঁছনো একজন মানুষের নিজের আধ্যাত্মিক এক ক্ষমতায়নও বটে। তাতে কোন ব্যক্তি তাঁর জীবন ও কাজের মূল্যায়ন এবং জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারেন। আধ্যাত্মিকভাবে সক্ষম প্রবীণ নাগরিকরা দেশ ও সমাজকে আরও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং আরও অগ্রগতির পথে প্রেরণাদায়ক।

রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রবীণ মানুষেরা অতীত ও ভবিষ্যতের এক সেতুবন্ধ স্বরূপ । ফলে, রাষ্ট্র হিসেবে এটা আমাদের যৌথ দায়িত্ব বার্ধক্যে প্রবীণদের মর্যাদা ও সক্ষমতার নিশ্চয়তা প্রদান। প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষমতায়নে সরকারি নানাবিধ উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন প্রবীণ মানুষদের কল্যাণে সকলের সংকল্পবদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি প্রবীণদের মতামতকে মূল্যদানের পাশাপাশি তাঁদের সঙ্গলাভে আনন্দ উপভোগ করতে বলেন।

কৌশলগত সম্পর্ককে আরও মজবুত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২০২৫ – এর শেষ নাগাদ উচ্চাকাঙ্খী এফটিএ-র পরিসমাপ্তিতে দায়বদ্ধতা পুনর্ব্যক্ত করেছে

নয়াদিল্লি, ০২ মে, ২০২৫

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল এবং বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা সংক্রান্ত ইউরোপীয় কমিশনার মারোস সেফকোভিচ বিশ্ব বাণিজ্যের চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করেন। সেইসঙ্গে, ভারত – ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) ২০২৫ সালের মধ্যে পরিসমাপ্তিতে তাঁদের সংকল্পের কথাও পুনর্ব্যক্ত করেছেন। ২০২৫ – এর ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন দিল্লিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কলেজ অফ কমিশনারদের যুগান্তকারী সফরে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েনের তৈরি করে দেওয়া কৌশলগত নির্দেশিকার উপর ভিত্তি করেই এই দায়বদ্ধতার বিষয়টি গড়ে উঠেছে।

উচ্চ পর্যায়ের এই বৈঠকে উভয় সহযোগী পারস্পরিক স্বার্থ সম্বন্ধীয় এবং বাণিজ্যিকভাবে অর্থপূর্ণ নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা এবং ন্যায্য বাণিজ্য অংশীদারিত্বের বিষয়টি তাতে প্রাধান্য পায়। এই বৈঠকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচনা প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি, আলোচনায় গতিসঞ্চার করতে মাসিক বৈঠক, এমনকি ভার্চুয়াল মাধ্যমেও বৈঠক চালিয়ে যাওয়ার কথা হয়েছে। উভয় পক্ষই জানান, তাঁদের লক্ষ্য হ'ল – পারস্পরিক সম্মান এবং সদিচ্ছার দিকে তাকিয়ে বাস্তবোচিত ভিত্তিতে বকেয়া বিভিন্ন বিষয়ের নিষ্পত্তি করা। পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনা নতুন দিল্লিতে ১২-১৬ মে নির্ধারিত রয়েছে।

ভারত মনে করে সদর্থক বাণিজ্যিক সমঝোতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অশুল্কগত বাধার পাশাপাশি, শুল্কগত বিষয় এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে এবং পারস্পরিক স্বার্থ সম্বন্ধীয় বাণিজ্যে বাধার দিকগুলিকে তা দূর করবে।

উভয় পক্ষই আশা ব্যক্ত করেছে যে, এই চুক্তির পরিসমাপ্তিতে তা ভারত – ইউরোপীয় ইউনিয়নের কৌশলগত সহযোগিতা প্রসারে, বাজারের সুযোগ বৃদ্ধিতে এক রূপান্তরমূলক স্তম্ভ হিসেবে কাজ করবে। এতে একদিকে যেমন উদ্ভাবন প্রসারলাভ করবে সেইসঙ্গে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রও বৃদ্ধি পাবে।

ভারত "বিশ্ব মিত্র" অর্থাৎ বিশ্বের সহযোগী হিসেবে ২০৪৭ – এর উন্নয়নের যে লক্ষ্যকে সামনে রেখেছে সে দিকে তাকিয়ে ভারত – ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য সহযোগিতাকে দেখা হচ্ছে। যা বহুমুখী উৎপাদন সংযোগ এবং ন্যায্য বাণিজ্যের নীতিকে তুলে ধরবে। ভারত যেহেতু একাধিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে যুক্ত হয়েছে তাই এই আলোচনায় জাতীয় অগ্রাধিকার এবং বিশ্বের চাহিদার

অবৈধ বালি পাচারের অভিনব কৌশল, ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের জালে গ্রেফতার ৫

অরূপ ঘোষ,ঝাড়গ্রাম

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই অবৈধভাবে বালি পাচার রুখতে তৎপর ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ প্রশাসন। বালি পাচারকারীদের নতুন কৌশল ভেস্তে দিল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ প্রশাসন। কখনো বালি বোঝায় গাড়ির নাম্বার প্লেট নকল করে বালি পাচার করা হচ্ছে, আবার কখনো নকল বালি তোলার অনুমতি পত্র (সিও) ব্যবহার করে দেদার চলছে অবৈধভাবে বালি পাচার। এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া সতর্কবার্তার পর অবৈধ বালি পাচার রোধে নয়াগ্রাম থানার পুলিশ ও বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশের বড়সড় সাফল্য। গোপন সূত্রে খবর আসে, নয়াগ্রাম থানার পুলিশের কাছে। নকল বালি তোলার অনুমতি পত্র (সিও) ব্যবহার করে গোপীবল্লভপুরের সুবর্ণরেখা নদী থেকে সৌরভ রায়ের বালি খাদান থেকে অবৈধ বালি বোঝাই ট্রাকগুলি রমরমিয়ে অবৈধভাবে বালি পাচার হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাতে খবর পাওয়া মাত্র নয়াগ্রাম থানার আই.সি সুদীপ ঘোষালের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী নয়াগ্রাম থানার নয়াগ্রাম কালী মন্দির চত্বরে রাজ্য সড়কের উপর নাকা চেকিং চালিয়ে অবৈধ চারটি বালি বোঝাই ট্রাককে আটক করল পুলিশ। সেই সঙ্গে ঘটনায় চারজন গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুক্রবার অভিযুক্ত গাড়ির চালকদেরকে ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করে নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। অভিযুক্তরা হলেন,অমরজিৎ বেরা।বাড়ি বেলিয়াবেড়া থানার ভামাল গ্রামে। দুখিরাম বাগ। বাড়ি বেলিয়াবেড়া থানার আশকোলা গ্রামে। রঞ্জিত মাইতি । বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের খিচুড়ি জঙকা। অবনীন্দ্রনাথ সিংহ। বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের বিশ্বনাথপুরে। অভিযুক্তদের আদালতে পেশ করলে মহামান্য বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যে বালি বোঝাই গাড়িগুলির বিরুদ্ধে লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়া হবে। বালি বোঝাই ট্রাকগুলির কাছে কোনও রকম অনুমতি ছিল না। নকল বালি তোলার অনুমতি পত্র (সিও) ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, বুধবার রাত্রেও বালি বোঝাই ডাম্পার গাড়ির নাম্বার প্লেট নকল করে বালি তোলার অনুমতিপত্র (সিও) ছাড়া বালি চুরি করে পাচারের সময় বেলিয়াবেড়া থানার অন্তর্গত যুগডিহাতে গাড়ির চালককে গ্রেফতার করে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ।

বেলিয়াবেড়া থানার ওসি সুদীপ পালোধীর নেতৃত্বে পুলিশ নাকা চেকিং চালিয়ে অবৈধ বালি পাচার রুখে দেয়। অভিযুক্ত গাড়ি চালকের নাম এস.কে ইনজামুল। বাড়ি বীরভূম জেলার ঘুরিসা গ্রামে। অভিযুক্তকে ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করলে মহামান্য বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ প্রশাসনের এই উদ্যোগে খুশি সাধারণ মানুষজন।জানা গেছে, বেআইনি বালি পাচার রুখতে ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন ও পুলিশের পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি অবৈধভাবে বালি পাচার রুখতে একাধিক লরি আটক করে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা বলেন,জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত জায়গায় নির্দেশ দেওয়া রয়েছে অবৈধ বালি পাচার বন্ধ করতে। অবৈধভাবে বালি পাচার করলে বালি পাচারকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সেই সঙ্গে অবৈধভাবে বালি পাচার রুখতে পুলিশের পক্ষ থেকে চলছে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের কড়া নাকা চেকিং।

সিনেমার খবর

নিজের সিনিয়রকে মারধর! আমির খানের চরিত্রে অচেনা এক মানুষ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

২০০৭ সালে মুক্তি পাওয়া আমির খান অভিনীত চলচ্চিত্র 'তারে জামিন পার' ছিল এক ইমোশনাল রাইড। শিশুদের মনস্তত্ত্বভিত্তিক এই সিনেমাটি দর্শকদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। ২০ বছর পর সেই চলচ্চিত্রের সিক্যুয়েল নিয়ে হাজির হচ্ছেন আমির খান। নাম 'সিতারে জামিন পার'। তবে এবার দর্শককে কাঁদাবে না, হাসাবে।

নতুন ছবিতে আমির খান ও দর্শিল সাফারী আবারও একসঙ্গে অভিনয় করছেন। তবে সিনেমার গল্প ও চরিত্র একেবারেই নতুন। বহুদিন পর এই সিনেমার মাধ্যমে রূপালি পর্দায় ফিরছেন জেনেলিয়া। জানা গেছে, এটি হবে একধরনের কমেডি-নাট্যধর্মী ছবি।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আমির খান বলেন, "এখন আমি 'সিতারে জামিন পার' সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত। প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষের গল্প আবারও উঠে আসবে এই সিনেমায়।"

তিনি আরও যোগ করেন, "'তারে জামিন পার' যেমন আপনাদের কাঁদিয়েছিল, এই ছবিটি আপনাদের হাসাবে। ছবিটি কমেডির মোড়কে তৈরি, তবে দুই সিনেমার মূল বিষয়বস্তু একই। আমার চরিত্রেও কিছু পরিবর্তন এসেছে—আগে ছিল নিকুম্ব, এবার চরিত্রের নাম গুলশান।"

এই চরিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। আমির জানান, "নিকুম্ব একজন সংবেদনশীল শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু গুলশান চরিত্রটি রূঢ় ও অভদ্র। সে সবার সঙ্গে ঝগড়া করে, অপমান করে, এমনকি নিজের স্ত্রী ও মায়ের সঙ্গেও ভালো ব্যবহার করে না।"

চরিত্র প্রসঙ্গে আরও বলেন, "গুলশান একজন বাস্কেটবল কোচ, যিনি নিজের সিনিয়র কোচকেও মারধর করেন। তবে সে ইচ্ছা করে নয়, ভেতরে অনেক সমস্যার কারণে এমন আচরণ করে। গল্প যত এগোবে, তত সমস্যার সমাধান মিলবে। সেই বদলের গল্পই তুলে ধরা হয়েছে সিনেমায়।"

প্রসঙ্গত, 'সিতারে জামিন পার' স্প্যানিশ চলচ্চিত্র 'চ্যাম্পিয়ন্স'-এর রিমেক। এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়েছিল ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে। আপাতত সিনেমার কাজ চলছে পুরোদমে। ছবির মুক্তির নির্দিষ্ট তারিখ এখনও ঘোষণা হয়নি, তবে ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৬ সালেই ছবিটি মুক্তি পাবে।

'পিকু' আমার অন্তরের খুব কাছাকাছি থাকবে: দীপিকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সালটা ২০১৫। এক ঝলমলে মে মাসে মুক্তি পেয়েছিল একটি ছোট, নির্ভেজাল, অথচ মন ছুঁয়ে যাওয়া গল্পের সিনেমা 'পিকু'। এক বাবা-মেয়ের সম্পর্ক, এক অপ্রত্যাশিত রোড ট্রিপ, আর তার মাঝখানে গড়ে ওঠা কিছু সহজ অথচ গভীর মুহূর্ত– এ নিয়েই ছিল ছবিটির কাহিনি।

সিনেমায় দীপিকা পাড়ুকোনের চোখে ক্লান্তি আর ভালোবাসা মেশানো চাহনি দেখেছিল দর্শক, কিংবা অমিতাভ বচ্চনের মুখে 'কনস্টিপেশন' শব্দটাকে নতুন করে জীবন্ত হতে দেখেছিল তারা। আর ছিলেন প্রয়াত ইরফান খান। তাঁর প্রতিটি সংলাপ ছিল যেন এক বাস্তবতা।

তিনজন অভিনেতার মেলবন্ধনে গড়ে উঠেছিল এক আবেগঘন ছবি, যা এক দশক পরেও মানুষ ভোলে না। সেই 'পিকু' এবার ফিরছে। আগামী ৯ মে, মুক্তির ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আবারও বড়পর্দায় আসছে ছবিটি।

সম্প্রতি দীপিকা পাড়ুকোন তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে শেয়ার করেছেন ছবিটির বিশেষ কিছু মুহূর্ত এবং একটি ভিডিও। ভিডিওতে অমিতাভ বচ্চন স্মৃতিচারণ করেছেন পিকু ও ভাস্করদার সেই রোড ট্রিপের কথা, বলেছেন 'এটা ছিল অপ্রত্যাশিত, ছিল আবেগ, হাসি আর উত্তেজনা। পিকু আবার আসছে সিনেমা হলে... দেখবেন, তাই না?'

দীপিকা নিজেও যেন সিনেমাটি নিয়ে একটু আবেগপ্রবণ। পোস্টের ক্যাপশনে লিখেছেন, 'এটি একটি ছবি, যা সবসময় আমার অন্তরের খুব কাছাকাছি থাকবে... ইরফান, আমরা আপনাকে মিস করি। প্রায়ই আপনার কথা ভাবি।'

'পিকু' শুধু একটা সিনেমা নয়, অনেকের কাছে এটা একটা অনুভব। এখানে নেই কোনো অতিরঞ্জিত নাটকীয়তা। আছে শুধু এক সাধারণ মেয়ের জীবন, তাঁর দায়িত্ব, ভালোবাসা, আর তাঁর ক্লান্তি। বাবা-মেয়ের জটিল অথচ গভীর সম্পর্ককে এত সরলভাবে পর্দায় তোলা বাংলা বা হিন্দি, খুব কম ছবিই পেরেছে।

সিনেমাটি যখন প্রথম মুক্তি পায়, তখন শুধু দর্শকদের ভালোবাসাই পায়নি, ভারতে ৬৩ কোটি, আর বিশ্বব্যাপী ১৪১ কোটি টাকা আয় করে নিয়েছিল। অমিতাভ বচ্চন এই ছবির জন্য পেয়েছিলেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার।

রোহিতের ছবিতে যীশু?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বাংলা নববর্ষের দিনই বাংলার অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত দিয়েছিলেন সুখবর। বন্ধু সৌরভ দাসের সঙ্গে মিলে নতুন প্রযোজনা সংস্থা চালু করেছেন এ অভিনেতা। নাম রেখেছেন 'হোয়াই সো সিরিয়াস'।

সেই সংস্থার সঙ্গে নাম জুড়েছে বলিউড পরিচালক মহেশ ভাটেরও। শুধু বাংলা নয়, যীশুর এই সংস্থা কাজ করবে বলিউডেও। এবার আরও একটি সুখবর দিলেন তিনি। 'রোহিত শেট্টি পিকচার্স'-এর ব্যানারের সঙ্গে জুড়ে গেল যীশু সেনগুপ্তের নাম।

অভিনেতা নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ছবি শেয়ার করেছেন। যেখানে দেখা যায়, 'রোহিত শেট্টি পিকচার্স'-এর ব্যানারে তার নাম লেখা রয়েছে। সঙ্গে লেখা, 'অল দ্য বেস্ট বস'।

এই ছবি দেখেই নেটিজেনরা বেশ আলোচনা-সমালোচনা করছেন। অনেকেই বলছেন, এবার নাকি রোহিত শেট্টির অ্যাকশন থ্রিলারে দেখা যাবে যীশুকে! পরিচালক নিজেই জল্পনা উসকে দিলেও এ বিষয়ে খোলসা করেননি কিছুই। এদিকে এই বিষয়ে এখনও কিছু বলেননি যীশু।

প্রসঙ্গত, যীশু-সৌরভের প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে নাকি জোট বাঁধতে চলেছে রোহিত শেট্টির প্রযোজনা সংস্থা। ঠিক কোন প্রোজেক্টে দুই তারকা একসঙ্গে হাত মেলাতে চলেছেন তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। তবে যীশু ইদানীং টলিউডের পাশাপাশি নিজের অভিনয় দিয়ে বলিউডেরও নজর কেড়েছেন। সেই সঙ্গে প্রশংসা অর্জন করেছেন দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রিতেও।

‘খ্যাপাটে’ খ্যাত আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি গোলরক্ষক গাত্তির মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি গোলরক্ষক হুগো অরলান্দো গাত্তি রোববার মারা গেছেন। দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবল কনফেডারেশন (কনমেবল) তার প্রয়াণের খবর নিশ্চিত করেছে। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৮০ বছর।

কোমরের হাড় ভেঙে যাওয়ায় দুই মাস আগে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল 'এল লোকো' (খ্যাপাটে) খ্যাত এই প্রাক্তন তারকাকে। পরবর্তীতে নিউমোনিয়ার পাশাপাশি কিডনি জটিলতা ও হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছিল।

আর্জেন্টিনার শীর্ষ ফুটবল লিগে সর্বাধিক ৭৬৫টি ম্যাচ খেলার রেকর্ড রয়েছে গাত্তির। ১৯৬২ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ক্যারিয়ারে মাঠ মাতিয়েছেন এই ফুটবলার। ৪৪ বছর বয়সেও বিখ্যাত ক্লাব বোকা জুনিয়র্সের শুরুর একাদশে নিয়মিত খেলেছেন তিনি।

চাঁছাছোলা মন্তব্যের জন্য পরিচিতি ছিল গাত্তির। গোলপোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে এসে খেলা প্রথম দিকের গোলরক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি।

ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলার ও বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়ক দিয়েগো ম্যারাডোনাকে একবার 'গোলগাল' বলে কটাক্ষ করেছিলেন গাত্তি। এর কয়েক দিন পরই ম্যারাডোনা তার বিপক্ষে চারটি গোল করে সেই মন্তব্যের জবাব দিয়েছিলেন।

১৯৭৭ সালে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতা কোপা লিবার্তাদোরেস জয়ী বোকা দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন গাত্তি। পরের বছর নিজেদের মাটিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া আর্জেন্টিনার প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক হওয়ার কথা ছিল তার। কিন্তু বিশ্বকাপ শুরুর কয়েক মাস আগে পাওয়া হাঁটুর চোটের কারণে তিনি ছিটকে যান।

জাতীয় দলের জার্সিতে ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত খেলেছেন গাত্তি। মাঠে নেমেছেন ১৮টি ম্যাচে। তিনি ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া আর্জেন্টিনার স্কোয়াডে ছিলেন।

ভারতের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে ফিরলেন শ্রেয়াস, ইশান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

এক বছর অনুপস্থিতির পর আবারো ভারতের কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকায় ফিরেছেন দুই ব্যাটার শ্রেয়াস আয়ার ও ইশান কিষান। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) আজ ২০২৪-২৫ মৌসুমের কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা ঘোষনা করেছে। একইসাথে উইকেটরক্ষক-ব্যাটার রিশাভ পান্ত গ্রেড-এ ক্যাটাগরিতে উন্নীত হয়েছেন।

শীর্ষ সারির এ+ ক্যাটাগরিতে চারজন খেলোয়াড় রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, জাসপ্রিত বুমরাহ ও রবিন্দ্র জাদেজা তাদের জায়গা ধরে রেখেছেন।

গ্রেড-বি'তে আয়ারের সাথে আরো আছে কুলদ্বীপ যাদব, আক্সার প্যাটেল, যশ্বভি জয়সওয়াল ও ভারতীয় টি২০ দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।

বাঁ-হাতি উইকেটরক্ষক-ব্যাটার কিষান রয়েছেন গ্রেড-সি ক্যাটাগরিতে।

ঘরোয়া টুর্নামেন্টে না খেলায় আগের রাউন্ডের বার্ষিক চুক্তিতে আয়ার ও কিষান বিবেচিত হননি।

প্রতিটি ক্যাটাগিরতে কে কত বেতন পাচ্ছেন সে বিষয়ে বিসিসিআই স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি। তবে এ+ ক্যাটাগরিতে ২০২৩ সালে যারা ছিলেন তাদের বার্ষিক বেতন ছিল ৮ লাখ ৪৪ হাজার মার্কিন ডলার এবং এ-গ্রেডে থাকা খেলোয়াড়রা পেতেন ৬ লাখ ৩ হাজার ডলার।

সরফরাজ খান, অভিষেক শর্মা ও হারশিত রানাসহ সাতজন খেলোয়াড় প্রথমবারের মত কেন্দ্রীয় চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

এ বছরের শুরুতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেয়া রবিচন্দ্রন অশ্বীন এবারের তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন।

২০২৪-২৫ মৌসুমের ভারতীয় কেন্দ্রীয় চুক্তিভূক্ত খেলোয়াড় :

এ+ ক্যাটাগরি : রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, জাসপ্রিত বুমরাহ, রবিন্দ্র জাদেজা

এ ক্যাটাগরি : মোহাম্মদ সিরাজ, কেএল রাহুল, শুভমান গিল, হার্দিক পান্ডিয়া, মোহাম্মদ সামি, রিশাভ পান্ত

বি ক্যাটাগরি : সূর্যকুমার যাদব, কুলদ্বীপ যাদব, আক্সার প্যাটেল, যশ্বভি জয়সওয়াল, শ্রেয়াস আয়ার

সি ক্যাটাগরি : রিঙ্কু সিং, তিলক ভর্মা, রিতুরাজ গায়কোয়ার, শিভম দুবে, রবি বিশোনি, ওয়াশিংটন সুন্দর, মুকেশ কুমার, সাঞ্জু স্যামসন, অর্শদ্বীপ সিং, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা, রজত পাতিদার, ধ্রুব জুরেল, সরফরাজ খান, নিতিশ কুমার রেড্ডি, ইশান কিষান, অভিষেক শর্মা, আকাশ দীপ, বরুন চক্রবর্তী, হারশিত রানা।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR